Acc. No. 73 **Shelf No.** A 1 5R3

Title
SubTitle Brāhmaṇa Ke?

Role | Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler | |

Incomplete

Edition

Publisher Madhva Gaudiya Math

Place Dhaka **Year** **Ind.Yr.**

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

who is a brahmin?

P.T.O. ➡
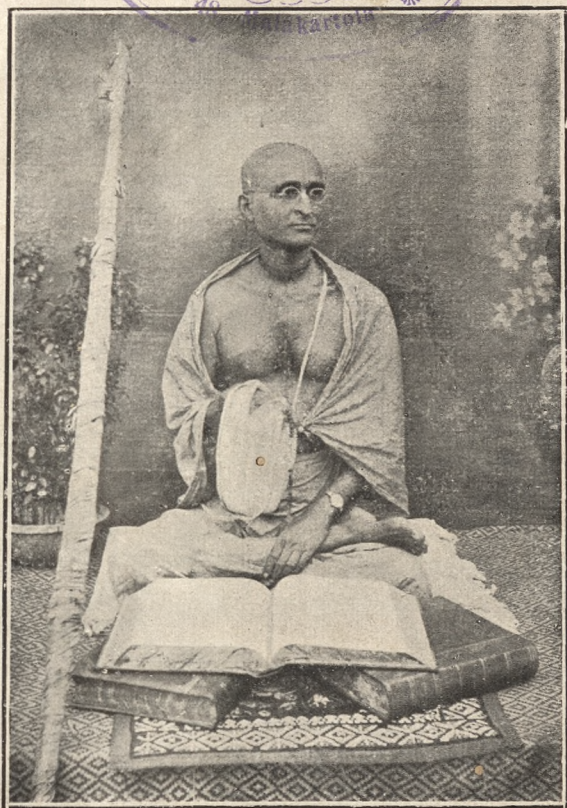
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

প্রকাশক—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রাহ্মণ কে?

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

বিগত ১৯শে কার্ত্তিক রবিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে "পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসভার" প্রচেষ্টায় এক সভা আহূত হয়। তথায় একজন পাঠক ও একজন কথক "ব্রাহ্মণ ও ভাগবত" বিষয়ে বলিতে যাইয়া যে সব কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, তাহার অসারতা-প্রমাণক শাস্ত্রযুক্তিমূলে কিছু বিচার এবং তাঁহাদের উক্তি বিষয়ক কতিপয় প্রশ্ন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মুদ্রিত হইল। যাঁহারা সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যানুসন্ধিৎসু ও জগতের নিত্যমঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক এই পুস্তিকা ধীরচিত্তে পাঠ করেন এবং যথার্থ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা পান। স্থানাভাবে অনেক কথা অতি সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা" তজ্জন্য নিত্যকাল প্রস্তুত আছেন। "আচার ও আচার্য্য"

এবং "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত"-নামক দুইখানা পুস্তক এই সঙ্গে পাঠ করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি। ৯০নং নবাবপুর "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে" এই দুইখানা প্রাপ্তব্য।

জগতে দুইটী পদার্থ যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায় ;— আসল ও নকল, বস্তু ও প্রতিবিম্ব, যশোদা ও পূতনা। প্রত্যেক দুইটী বাহিরের বিচারে একপ্রকার প্রতীত হইলেও এক নহে, বিপরীত বস্তু। চতুর ব্যক্তি বিচার করিয়া নকল, প্রতিবিম্ব ও পূতনার প্রলোভন হইতে দূরে থাকেন। বেতনভুক্ ধাত্রী ও গর্ভধারিণী দেখিতে এবং ব্যবহারে প্রায় একপ্রকার হইলেও, জননীর স্নেহ বেতনভুক্ ধাত্রী হইতে পাওয়া যায় না।

জগতে লোকরঞ্জক এবং লোকহিতকারক এই দুইপ্রকার প্রচারক আছেন। লোকরঞ্জক প্রচারকবৃন্দ ভাষার পারিপাট্য, পাণ্ডিত্য, ব্যাকরণের টিপ্পনী, ন্যায়ের ফাঁকি, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি নানাবিধ কৌশলে শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন এবং বেতনদাতার আদেশ বা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ইহারা আচারবিহীন প্রচারক। ইহাদের উপলব্ধি নাই, সম্বলের মধ্যে আছে কেবল পুঁথিপড়া বিদ্যা। ইহাদের উদ্দেশ্য সুকণ্ঠে বা বাক্‌চাতুরীতে লোকরঞ্জন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লওয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ আচারহীন প্রচারকে প্রচারের মধ্যে গণ্য করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

যেহেতু—"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, হরিদাস ঠাকুরকে কহিয়াছেন :—

"আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

আচারহীন প্রচারে কোন ফলোদয় হয় না। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও যদি পিতাকে একরূপ উপদেশ ও তদ্বিপরীত আচরণ করিতে দেখে, তবে পিতার উপদেশ পালনে কুণ্ঠিত হয়। আচারবিহীন প্রচারকবৃন্দ বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা-দোষে দুষ্ট। তাহারা অনেক সময় জানিয়া শুনিয়া বিপ্রলিপ্সার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; আবার অনেক সময় তাহাদের অভ্যাসগত বিপ্রলিপ্সাদোষ অজ্ঞাতসারেও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। স্বার্থ রক্ষার্থে বা আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য তাহারা এই বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র নিষ্কিঞ্চন আচারবান্ ভগবদ্ভক্তই এইদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত। কারণ, তিনি কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার আশায় ঘুরিয়া বেড়ান না। তাঁহার প্রচার সত্যপ্রচারের জন্য, লোকহিতের জন্য। ভাগবত পড়িয়া সম্বৎসরের স্ত্রীপুত্রের আহারসংস্থান করিয়া লইব বা দোতালা চৌতালা বাড়ী কিংবা স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার গড়াইব অথচ নানা কৌশলে লোকরঞ্জন করিয়া প্রচারক-নামটা বজায় রাখিব, এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া লোকহিতকারক প্রচারক ভাগবতপ্রচারে ব্রতী হন না। নিষ্কিঞ্চন আচারবান্ ভগবদ্ভক্তই সত্য কথা বলিতে সমর্থ। কারণ, তাহার অর্থের দরকার নাই—কামিনী বা প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি দুই চারিটা শিষ্য ছুটিয়া গেলে অর্থবন্ধ হইবে বলিয়া বা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, অতএব সমাজ ভক্তির প্রতিকূল হউক তথাপি তাহাদিগকে বাক্‌চাতুর্য্যে সন্তুষ্ট রাখিয়া এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ বজায় রাখিতে হইবে ভাবিয়া মিথ্যার প্রশ্রয় দেন না। তিনি সর্ব্বদা গুরুগম্ভীরস্বরে সত্য কথা বলিয়া থাকেন। সত্যই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়। প্রচারের নামে অর্থ বা প্রতিষ্ঠা লাভ নহে। সত্যপ্রচারই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভৃতকপাঠকাদির ন্যায় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রচার গৌণ উদ্দেশ্য নহে। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি সাধারণ বুদ্ধিতেও

বিচার করি, তবেও দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি অপরের চাকর তাহার মনীবের কিছু না কিছু মন যোগাইয়া চলিতেই হয়। অর্থ গ্রহণ করিলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একথা যদি কেহ অস্বীকার করেন, তিনি বিপ্রলিপ্সাদোষে অভিভূত। আমরা একটী সত্য ঘটনা জানি যে, একদা নবদ্বীপ সহরে ঘরবাড়ী আছে এবং ভাগবত পড়িয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এমন একজন গোস্বামি-উপাধিধারী পূর্ব্ববঙ্গের কোনও বিত্তশালী শূদ্রের বাড়ীতে চুক্তি করিয়া ভাগবত পাঠ করিতে যান। একদিন মধ্যাহ্নে প্রভু আহারে বসিলে, তাঁহাকে বাড়ীর কর্ত্তা দধি ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

বাড়ীর কর্ত্তা—প্রভু, কিছু দধি খান!

প্রভু—আমি দধি খাব না; দধি খেলে গলা ভেঙ্গে যাবে, পাঠে অসুবিধা হবে।

বাড়ীর কর্ত্তা—কেন প্রভু, ও গলা ত আমার। গলা ভাঙ্‌বে ত আমার পাঠ শুনার ক্ষতি হবে; তা'তে আপনার কি?

গোস্বামী মহাশয় ত অপ্রস্তুত! দেখিলেন, তাহার গলাটী পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি দধি ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন। তারপর শাস্ত্রে ত এই ভৃতকপাঠকদের স্থান অতি নিম্নে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু ভৃতক অধ্যাপকগণকে **অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ** বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্মাদিতে ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। "*** ভৃতকাধ্যাপকান্ ভৃতকাধ্যাপিতান্ শূদ্রান্নপুষ্টান্ *** হোতে পংক্তি-দূষকাঃ ***" আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, যাহারা হরিনাম বিক্রয় করে বা পাঠ পড়িয়া পয়সা নেয়, তাহাদিগকে ঢোরা সাপের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যে হরের্নামবিক্রয়ী।
যে বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রা বিষহীনো যথোরগঃ॥

যেমন ঢোরা সাপ দেখিতে সাপের আকার বটে, কিন্তু বিষ নাই, তদ্রূপ উহারা দেখিতে প্রচারক হইলেও তাহাদের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"

"ব্রাহ্মণ" যদি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে নিপুণ অথচ পরব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তবে তাহার নিকট শাস্ত্র শ্রবণ বা উপদেশ গ্রহণ বন্ধ্যা গাভী সেবার ন্যায় নিষ্ফল হয়।

বিচারহীন লোকেরা অনেক সময় ইহাদের কৌশলজালে পড়িয়া ভাবেন, বুঝি আমরা ইহাদের পাঠ শুনিয়া খুব লাভবান্ হইলাম। কিন্তু এরূপ—

কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ শ্রীচরিতামৃত।

চাখড়িগোলা পান করিয়া যদি কেহ ভাবেন, আমি দুগ্ধ খাইলাম, ইহাতে পুষ্টি তুষ্টি হইবে, তদ্রূপ এরূপ ব্যক্তির মুখে পাঠ শুনিয়া সাধারণ লোক তা ভাবিতে পারেন। শাস্ত্র অন্ধবিশ্বাসের কথা বলেন নাই; বাস্তব বস্তুতে বা সত্যবস্তুতেই বিশ্বাসস্থাপনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগতের প্রথম শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

এই শ্রেণীর লোকরঞ্জক প্রচারকবৃন্দের সত্যনিষ্ঠা না থাকা হেতু কোনও সৎসিদ্ধান্ত নাই। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যবসায়টা বজায় রাখিতে

হইবে। সেই ব্যবসায়টা বজায় রাখিবার জন্য শাস্ত্রের কতকগুলি বাছা বাছা কথা শিখিয়া রাখিয়াছে। সেগুলি সময় সময় বমন করে মাত্র। পণ্ডিতসভায় সময় সময় তাহারা বিনয়ের ভণিতায় নিজের অন্তঃকরণস্থ অভদ্রের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ তাহা না হইলে ত পণ্ডিতসমাজ তাহাদিগের মর্ম্মে আঘাত দিবেন, শিষ্য-সেবকের চক্ষু ফুটিয়া উঠিবে। তাহারা জানেন, আমাদের ত আর কিছু সম্বল নাই, সবে মাত্র চামড়ার বড়াইটা যদি কোনও প্রকারে রক্ষা করিতে পারি, তবে না হয় কিছুদিন আমাদের ব্যবসায়টা চালাইতে পারিব ; তাহা না হইলে ত না খাইয়া মরিতে হইবে—শিষ্যসেবক ছুটিয়া যাইবে। পাঠ করিয়া টাকা পাওয়া বন্ধ হইবে। এই শ্রেণীর লোকেরা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাগবতের অমর্য্যাদা করেন। তাহারা এত দূর চর্ম্মাসক্ত যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র ॥

এসব পড়িয়া শুনিয়াও গ্রন্থ-ভাগবতকে সামান্য কাব্যবিশেষ বা অর্থরোজগারের যন্ত্রবিশেষে পরিণত করিয়া ও ভক্তভাগবতে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকপথের পথিক হন। তাহারা ছয় গোস্বামীর অন্যতম, রাগানুগভজনমার্গের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য, যাবতীয় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণের পূজ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে শূদ্র মনে করেন এবং প্রমাণ করিতে চাহেন যে, দাস গোস্বামী শূদ্র ছিলেন বলিয়া মন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শালগ্রামশিলা অর্চ্চনের অধিকার না দিয়া গোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন। সুধী বৈষ্ণবসমাজ এ বিষয়ের বিচার করুন।

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥ স্কান্দে

দ্বিজ, স্ত্রী, শূদ্র সকলেই শালগ্রাম অর্চ্চন করিবে। যিনি এরূপ গৌরপার্ষদাগ্রগণ্য ব্রাহ্মণবৈষ্ণবদিগের আচার্য্য ও গুরুদেবকে শূদ্র জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনের অধিকার হইতে বর্জ্জন করিয়া নিজের চামড়ার গৌরবে নিজকে "বামনের বেটা বামন" ও "গোস্বামীর বেটা গোস্বামী" বলেন, আর শালগ্রামশিলার অধিকারী মনে করেন, শাস্ত্র তাহার স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ?—

যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে স এব গোখরঃ। ভাঃ ১০।৮৪।১৩

বায়ুপিত্তকফের আধার এই দেহকে যে "আমি" বুদ্ধি করে, সে গো-খর (অর্থাৎ গরুর মধ্যে গাধা)।

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি র্যস্য নারকী সঃ" (পদ্মপুরাণ) এরূপ ব্যক্তি শালগ্রাম ও গোবর্দ্ধন শিলাকে দুইটী পৃথক্ বস্তু মনে করেন। শাস্ত্র বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্যস্য নারকী সঃ। পদ্মপুরাণ

বিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে যাহার শিলাবুদ্ধি সে নারকী। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন !—

"ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥

*　　*　　*　　*

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥

মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভাল মতে ॥ চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড।

শ্রীল দাস গোস্বামীতেও জাতিবুদ্ধি! হায় কালকলি!

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

অথবা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? বরাহপুরাণের কথা ভবিষ্যতে ফলিবেই।

ব্রাহ্মণাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।

পাঠক মহাশয়ের মতে "চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং" এই অতীতকাল প্রয়োগ দ্বারা ব্রাহ্মণত্বটা ভগবান্ শুক্রের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন! ভগবান্ গুণকর্ম্ম অনুসারে একবারে বর্ণবিভাগ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন শুক্রের ভিতর দিয়া চলিতে থাকিবে—"ব্রাহ্মণের বেটা ব্রাহ্মণ" হইবে, "ক্ষত্রিয়ের বেটা ক্ষত্রিয়" হইবে। তাহার মতে আরও এই যে, ব্রহ্মা হইতে কেহ এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াছে, এরূপ নজির দেখাইতে পারেন না। তিনি বলেন, আইন একটা আর নজির আর একটা। তিনি নজির চান। তাহার এই কথার উত্তর কথক মহাশয় যাহাকে পাঠক মহাশয় স্বরূপে বলিয়া বিস্তার করিতে বলিয়াছিলেন, তিনিই দিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, শাস্ত্রে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। পাঠক মহাশয় নজির দেখিতে চান—তিনি কতশত নজির দেখিতে চান, তাহা জানিলে আমরা তাহাকে সেই পরিমাণে নজির দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

গোস্বামী মহাশয় ত ভাগবতের পাঠক। জিজ্ঞাসা করি, যদি "বামনের বেটাই বামন হয়", তবে ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশি জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈশ্যপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন কি করিয়া ? গৃৎসমেদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র ছিল, ইহার কারণ কি ? ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি, তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন, অজমীঢ়রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণবংশের সৃষ্টি। পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় যযাতি পৌত্র কণ্ববংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। ক্ষত্রিয় বীতহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ জন্য শূদ্র হইয়াছিলেন। এ সকলের কারণ কি ? জবালাতনয় সত্যকাম ভ্রষ্টাদাসীপুত্র হইলেও তাহার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা দর্শনে গৌতম তাহাকে উপনয়ন সংস্কারপ্রদানপূর্ব্বক বেদপাঠে অধিকার দিয়াছিলেন। যথা—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥

ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতাবাক্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও গৌরপার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী তৎকৃত হরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রীয়াসারদীপিকা গ্রন্থদ্বয়ে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নের কথা বলিয়া গিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস ২য় বিলাস ১৫০ সংখ্যায় 'গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ" ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তৎকৃত টীকায় গর্ভাধানাদি শব্দের দ্বারা উপনয়ন সংস্কারের

কথাও বলিয়াছেন যথা, অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ-উপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ এবং সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকামধ্যে "চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকা ভেকধারিণস্তু সর্ব্বেপ্যচ্যুতগোত্রহমিতি বদন্তি। লৌকিকশাস্ত্রীয়ব্যবহার-নিষ্পত্তৌ ন কিঞ্চিদনুপপন্নমিতি স্থিতং। তস্মাদেব শ্রীরামানুজাচার্য্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদি-বালকাদীনপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বাচার্য্যাদীন্ বিধিবৎ সংপূজ্য চ তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চসংস্কারান্ ধারয়িত্বা দ্বিজত্বমাসাদ্য পশ্চাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত পদ্ধতিমতানুসারেণ গর্ভা-ধানাদ্যুপনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা বেদমাতরং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ স্বসম্প্রদায়িমন্ত্রঞ্চ দীক্ষয়িত্বা শ্রীগুর্ব্বাদীন্ শালগ্রামা-দীনপ্যর্চ্চয়িত্বা ইতি প্রসিদ্ধং সর্ব্বৈর্দৃষ্টং শ্রুতঞ্চেতি"। * * বৈষ্ণবত্বেন দ্বিজত্বসিদ্ধঃ * *"

শ্রীমদ্ভাগবতের "যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।" ব্রাহ্মণের গুণ যদি অন্যত্র দেখা যায়, তবে তাঁহাকে সেই লক্ষণ দ্বারা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে। এই শ্লোকের মর্য্যাদা শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দ্বিজসংস্কার গ্রহণকালে বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই-জন্যই শ্রীরসিকানন্দবংশে, শ্রীরঘুনন্দনবংশে ও শ্রীহরিহরবংশ প্রভৃতিতে সেই সদাচার আজও অপ্রতিহতভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইঁহারা "ব্রাহ্মণের বেটা" না হইয়াও দীক্ষান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত যশোহর, খুলনা ও রাঢ় দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে "বামনের বেটা" না হইয়াও দীক্ষাকালে উপবীত গ্রহণ করেন এরূপ বহু গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব বর্ত্তমান আছেন, আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দীয় শাখায় শূদ্রকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে আচার্য্য উপবীত দ্বারা দৈক্ষ্য সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করেন, এ প্রথা বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও কাশীধামের প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী শৌক্র ব্রাহ্মণ নহে এমন বহু ব্যক্তিকে দীক্ষাকালে উপবীত দিয়া গিয়াছেন ; এ বিষয়ের প্রমাণ পাঠক মহাশয় নিজে দেখিতে পারেন। উক্ত যতিরাজের শিষ্য শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বসু, ডেপুটী কালেক্টর গুরুর নিকট হইতে এরূপ উপবীত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ছয়টী শূদ্রকুলোদ্ভব শিষ্যকে দীক্ষান্তে উপবীত দিয়া পুনরায় বৈদিক সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে শিখাসূত্র ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "বামনের বেটাই বামন" হইবে। মহাভারত বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
শঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে জন্মসঙ্কর হয় বলিয়া ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ করা কঠিন, ইহাই আমার বিশ্বাস। যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকল বর্ণেরই একইপ্রকার। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে সকল ব্রাহ্মণাদি বংশপরম্পরা বিশুদ্ধভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, প্রকাশ তাহার প্রত্যেকের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এইরূপ জাতির নিঃসন্দেহে সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীনীলকণ্ঠ এ শ্লোকের টীকায় একটী শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়াছেন :—

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি।

আমরা জানি না আমরা কি ব্রাহ্মণ অথবা অব্রাহ্মণ। এইপ্রকার সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। বজ্রসূচিকোপনিষৎ বলিতেছেন--"তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম।"

কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতি.........ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসংভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈক রূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদি পর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষসম্ভবাচ্চ তস্মন্নাদেহো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণঃ। ইতি।"

জীব কি ব্রাহ্মণ ? ভূত ও ভবিষ্যতে কর্ম্মবশতঃ জীবাত্মা বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিলেও সকল যোনিতেই জীবাত্মার স্বরূপ অবিকৃত থাকে। সুতরাং জীবাত্মা বর্ণাশ্রমের অতীত বস্তু হওয়ায় ব্রাহ্মণ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো" এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

দেহ কি ব্রাহ্মণ ? তাহা নহে ; চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্বহেতু, জরামরণ-ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা দর্শন হেতু, ব্রাহ্মণ, শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ -ইরূপ নিয়ম না থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। মৃত পিত্রাদির শরীর দহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপাশ্রয় করে না। সেজন্য দেহ ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জাতিই ব্রাহ্মণ ? তাহাও নহে। অন্যজাতীয় প্রাণীমধ্যে অনেক-জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ আছেন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মিকী, কৈবর্ত্ত্য কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শুনা যায়। এতদ্‌ব্যতীত লব্ধজ্ঞান ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন। তজ্জন্য জাতিও ব্রাহ্মণ নহে। শ্রীধরস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ৩১ অধ্যায় ১০ম শ্লোক ও ১০।৩২। ৩৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "শৌক্রসাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতিত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপ-নয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া।" বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র্য জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষা দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম, ইহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ জন্ম। সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি দৈক্ষ্যসাবিত্র্যব্রাহ্মণ। আচার্য্য তাঁহার পিতা এবং গায়ত্রী তাঁহার মাতা।

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপিসংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩।৪৬

নীচকুলজাত শূদ্রও ইহজীবনে এই সকল কর্ম্মফলপ্রভাবে আগম-সম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। শৌক্র জন্ম, প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার, সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন, আধস্তনিক শৌক্রপারম্পর্য্য প্রভৃতি সংস্কার গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কারবিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ-স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। পাঠক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নূতন করিয়া কেহ কাহাকেও ব্রাহ্মণ সাজাইতে পারে না।" আচ্ছা 'সাজান' কাহাকে বলে? রামা বাগ্দিকে যদি রাজা হরিশ্চন্দ্রের বেশ ধরাইয়া রঙ্গমঞ্চে উপনীত করান হয়, তবে রামাকে হরিশ্চন্দ্রের সাজ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া থাকি। এক ব্যক্তিকে যদি অপর ব্যক্তির চিহ্নে নির্দ্দেশ করান যায়, তাহাকে আমরা সাজ বলি। যেমন যিনি কামক্রোধাদি ষড়্বেগের দাস তাহাকে যদি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর কথিত ষড়্বেগবিজয়ী গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত করা হয়, তখন বলিতে হইবে তাহাকে গোস্বামীর সাজ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে যাহা নয়, তাহাকে তাহা খাড়া করান হইয়াছে। কিন্তু যাহারা শাস্ত্রানুসারে সদ্গুরুর নিকট হইতে পারমার্থিক জীবন যাপন করিবার জন্য শাস্ত্রাদিষ্ট সাবিত্র্য সংস্কার বা চিহ্নাদি গ্রহণ করেন, তাহারা সাজ পরিধান করেন না।

পাঠক মহাশয় বলিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের ঘরে আহার করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের গৃহেই

অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চামড়ার সম্মান করেন নাই, বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। অস্পৃশ্য সানোড়িয়াও মহাপ্রভুর বিচারে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মহাপ্রভু স্মার্ত্তের স্পর্শদোষের জড়বিচার পরিত্যাগ করিয়া সকল ভক্তের নিকট হইতেই ভগবানের নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি শুষ্কমৎস্যভোজী উৎকলপাণ্ডাদিগের পক্ব অন্ন লক্ষীর পক্বান্নবোধে গ্রহণে বিরত হন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বহির্ম্মুখের নিকট যে কুহক বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাই কি নিরস্তকুহক-সত্য পরমেশ্বরের সেবা ? শ্রীমন্মহাপ্রভু অক্ষজজ্ঞান দ্বারা অসুরদিগকে মোহন করেন। মোহিত অসুরসম্প্রদায় রামচন্দ্রের ঘরণী সীতাদেবীকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করে। মহাপ্রভু ভক্তগণকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন জানিতেন, একথা যিনি প্রমাণ করিতে যাইবেন, তিনি তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যতীত আর কিছুই প্রতিপন্ন করিবেন না।

পাঠক মহাশয়ের মত অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হইয়া শবরী ও গুহক চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য কালিদাস ভুঁইমালীকুলে উদ্ভূত ঝড়ু ঠাকুরের পরিত্যক্ত চোষা আমের আঠি চুষিয়াছিলেন বলিয়া কি পতিত হইবেন ? পাঠক মহাশয় যে নিত্যানন্দের বংশ বলিয়া দাবী করিতেছেন, তিনি কি করিয়াছেন ?—

হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে। চৈতন্য ভাঃ মধ্য

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বনাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।

এই শ্লোকের শ্রীজীবপ্রভু যে টীকা করিয়াছেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় অবিকৃত অক্ষরে পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি

পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এস্থানে বিপ্রলিপ্সাদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। তিনি ঐ টীকার শেষাংশ পাঠ করেন নাই। "ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময় সাবিত্র্য-জন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরপেক্ষা বর্ত্ততে" এই অংশটী সুধীমণ্ডলীর নিকট গোপন করা হইয়াছে। এখানে জন্মান্তর অপেক্ষা আবশ্যক আছে বলিলে, শৌক্রজন্ম বুঝিতে হইবে এরূপ নহে। জন্ম ত্রিবিধ শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতায় এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে।

অদীক্ষিত নামশ্রবণকারীর সাবিত্র্যসংস্কারগ্রহণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণপ্রভাবে সবনযজ্ঞে যোগ্যতা সদ্যঃই হইয়া থাকে, কিন্তু বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিলে সাবিত্র্যজন্ম হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মের স্বীকার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ; কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পরে, অর্থাৎ আগমসম্পন্ন হইবার পরে সংস্কার গ্রহণ করিলে সাবিত্র্যজন্ম হয়, একথা মহাভারতের সময় হইতে প্রচলিত। দীক্ষালাভের পূর্ব্বে নামশ্রবণকীর্ত্তনকারীর শিষ্টাচার হেতু সাবিত্র্য জন্ম নাই। দীক্ষান্তেই দ্বিজত্বসংস্কার শিষ্টাচারসম্মত। যদি তাহা না হইত, তবে কি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দবংশের বিবাহানুষ্ঠানে রামাৎবৈষ্ণবের অশৌক্রব্রাহ্মণকন্যা গৃহীত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে? পাঠক মহাশয়ের নিকট আমরা এবিষয়ের উত্তর প্রার্থনা করি। পাঠক মহাশয় কি বলিতে চান, ইহজন্মে জীব বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ হইয়াও পরবর্ত্তী জন্মে কোনও "বামনের বেটা" হইয়া জন্মিয়া সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা করেন? ইহাই কি শ্রীজীব প্রভুর অভিমত? "মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রীয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥" শ্রীগীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি?

কথক মহাশয় যুক্তির ধার ধারেন নাই। তিনি অঙ্গভঙ্গি, গল্পগুজব, ঠাট্টাতামাসা দিয়াই আসর গরম করিয়াছিলেন ও সেজন্য সময় সময় করতালিও পাইয়াছিলেন। তিনি একটু উদারতার পরিচয়ও দিয়াছেন, যেহেতু অদ্বৈতপ্রভু যবনকুলোদ্ভব শ্রীহরিদাসঠাকুরকে কুলীন ব্রাহ্মণাদির প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্রদান ও বহুদিবস প্রসাদাদি দিয়া সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

হরিদাসঠাকুর বলিলেন :—

"মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ॥"
আচার্য্য কহেন "তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্র মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য়

যদি কথক মহাশয় একটু উদারতা না দেখান, তবে ত তাঁহাকে ঠেকিতে হইবে! তিনি বলিয়াছিলেন যে, "যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং"—এই শ্লোকগুলি লোকের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তাহার মস্তিষ্কটী বেশ ঠিক আছে। শ্রীধরস্বামিপাদেরও বোধ হয় তাহার মতে মাথাটা খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি টীকায় লিখিলেন, "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারোমুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিতি। যদ্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ

নতু জাতিনিমিত্তেন। শমাদিগুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ শৌক্রবিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণেও সেই সব লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে নতুবা প্রত্যবায় ঘটিবে, জাতির অপেক্ষা করিবে না। বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে; এই কথায় চিহ্নাদি অর্থাৎ উপবীত ধারণ করা নিষিদ্ধ এবিষয়ের কোনও শাস্ত্র প্রমাণ আছে কি? "বামনের বেটা যখন বামন হইবেই" তখন তাহাকে পৈতা দিয়া নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন কি? পাঠক মহাশয় ত বলিয়াছেন—গুণকর্ম্মের কোনও দরকার নাই। একবার মাত্র ভগবান্ গুণকর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণাদি জাতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, "বামনের বেটা বামন" কি মাতৃগর্ভ হইতে পৈতা সহ জন্মগ্রহণ করে, না তাহার জাতকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে পৈতা দেওয়া হয়? তাহার জ্ঞান হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহাকে পৈতা দিবার কারণ কি? সেই সময় আচার্য্য বালকের চিত্তবৃত্তির গতি পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আচার্য্য যে গুণকর্ম্ম-অনুসারে বর্ণনির্দ্দেশ করেন, এ কথার শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। উপনিষদের সত্যকামের আখ্যায়িকা তাহার দৃষ্টান্ত।

সেদিন কথক মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীক্ষাপ্রভাবে দেহের Material (উপাদান) বদলাইয়া যায় না। কথক মহাশয়ের মুখে একথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। অথবা আশ্চর্য্যের কথা কি? যাহারা নিজে বংশপরম্পরাক্রমে পতিতপাবন সাজিয়া শিষ্যকে বংশ-পরম্পরায় পতিত রাখিয়া অর্থ রোজগারের সুবিধা রাখিতে চাহেন,

তাহাদিগের মুখে এসব কথা বিস্ময়কর নহে! যাঁহারা বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আমাদের শরীরের পরমাণুসকল প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের শরীরে যখন পাপ স্পর্শ করে, তখন শরীরে যে সকল পরমাণু থাকে, পাপনির্ম্মুক্ত হইলে সে সব পরমাণু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অতএব দীক্ষা দ্বারা যখন আমাদের সমস্ত পাপরাশি দগ্ধ হইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে দিব্য জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন আমাদের শরীরের পরমাণুসকলও পরিবর্ত্তিত হয়।

আচার ও আচার্য্য গ্রন্থের ২৫নং প্রশ্নের (যদি দীক্ষিত হরিভজনকারী শিষ্য শ্রীমূর্ত্তির সেবাধিকার পাইল, তবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় কি না) উত্তরে পাঠক মহাশয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ ঘটে এই কথার অনুমোদনকালে বলিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

দীক্ষামাহাত্ম্যে বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে :—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাং পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দৈশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।"

এখানে "পাপস্য' সংক্ষয়ং হয় অর্থাৎ—

দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতং।
দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ॥

দুর্জ্জাতির আরম্ভক অর্থাৎ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ পাপকে প্রারব্ধ বলে। দীক্ষা দ্বারা এই পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয়। অর্থাৎ দুর্জ্জাতিত্ব একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।

শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোপি নাস্তিকঃ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩।১১।১১

সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপদীপ্তাগ্নি দ্বারা দুর্জাতিকল্মষ দগ্ধ, এবং ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত। নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও সম্মান-যোগ্য নন।

"সদ্যঃ সবনায় কল্পতে"

শ্রীধরস্বামিপাদ—"যোগ্যো ভবতি"

শ্রীজীবপ্রভু—

"তত্র যোগ্যতায়াং লব্ধারম্ভো ভবতীত্যর্থঃ।

তদন্তর জন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তদাদ্যধিকারী স্যাৎ।"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—

যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণইব পূজ্যো ভবতি॥

শ্রীজীবপ্রভু (দুর্গমসঙ্গমনী টীকা):—

সবনযোগ্যজাতিত্বজনকপুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্যতে।

ব্রাহ্মণানং শৌক্রে জন্মনি দুর্জাতিত্বাভাবেঽপি

সবনায় স্বজাতিত্বজনকসাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবৎ॥

(অর্থাৎ শ্রীহরিনাম শ্রবণের পর সাবিত্র্য সংস্কার অপেক্ষা করে। দুর্জাতিই হউক আর স্বজাতিই হউক সাবিত্র্য সংস্কার প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণের সেই সংস্কার পূর্ব্বেই হয়, সুতরাং দীক্ষাকালে উপনয়ন না হইলে পুরোহিত কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে উপনয়নকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহা উপনয়ন নহে। "সমিৎপাণিঃ" হইয়া গুরুর নিকট যাইবে)।

"বামনের বেটা" বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র সেই বামনের বেটাকে প্রণাম করিতে বা কোনও দেবপূজাদিতে নিযুক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি ? উপনয়নের পর কি বালকের "Material" পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ? হরিভক্তিবিলাস যে অদীক্ষিত ব্রাহ্মণকে পর্য্যন্ত শালগ্রামঅর্চ্চনে অধিকার দেন নাই, কিন্তু দীক্ষিতশূদ্ররমণীকে পর্য্যন্ত শালগ্রামশীলা অর্চ্চন না করিলে 'নরকপাত শ্রূয়তে' বলিয়াছেন, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি ? "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই উদাহরণটীতে দেখা যায় material পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কাসা সোনা হইয়া যায়। তদ্রূপ যে কোনও কুলে উদ্ভূত ব্যক্তি বিপ্রতা লাভ করে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা "নৃণাং সর্ব্বেষাং দ্বিজত্বং বিপ্রতা এব"। গোস্বামী মহাশয়ের Chairman—কেদারামনুষ্য-ন্যায় এখানে খাটিতে পারে না। শাস্ত্র আর একটী উদাহরণ দিয়াছেন ; যেমন এক গোত্রের কন্যা বিবাহ হইলে গোত্রান্তরিত হয়, তদ্রূপ। তুলসীদাস একটী উদাহরণ দিয়াছেন— 'কয়লা কি ময়লা ছোটে যব্ আগ্ করে পরবেশ' কয়লা আগুন হইয়া যায়। যাহারা সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করেন নাই, তাহারা একথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যাহাদের গুরুগিরিটা একটা ব্যবসায়, আর যাহাদের শিষ্যগণ নরকের ভয়ে, সংসারের অমঙ্গলের ভয়ে, একটা কাণে ফুঁকিতে হয় নিয়া থাকেন, তাহারা কোটী জন্মেও একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র শিষ্যের ব্রাহ্মণতা আসিয়া পড়ে—তাহার জড় অভিমান থাকে না—তিনি গৃহব্রতধর্ম্ম হইতে ছুটী পান—দীক্ষান্তে তিনি নূতন মানুষ হন—তাহার নূতন কলেবর হয়—পাপময় পরমাণুসকল তাহার দেহ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি দৈক্ষ্য সাবিত্র্য

ব্রাহ্মণ হন, আমি গুরুকৃষ্ণদাস তখন তাহার এই অভিমান হয়—মায়ার দাসত্ব হইতে তাহার ছুটী হয়। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৯।৩৪

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও তৎকৃত উপদেশামৃতে উপদেশ করিয়াছেন—

ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ

হিন্দুস্থানী ভক্ত কবি তুলসীদাসজীও দোঁহাতে গাহিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবকোই করত বিচার।
তুলসী কহে হরি না ভজে ত চারো চামার ॥
হরি ভজে ত চারো জাত মিলকর্ এক হো জায়।
অষ্ট ধাতুযে নাগাওঙে এক মূল্‌সে বিকায় ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে যতই বর্ণের বিচার করুক না, হরি ভজন না করিলে সকলেই চর্ম্মকার। চর্ম্মকারের যেমন চামড়ার দিকেই

নশ্বর, ইহাদেরও তদ্রূপ। হরিভজন করিলে সকলেই একজাতিতে অর্থাৎ অচ্যুত গোত্রে গোত্রান্তরিত হন। অষ্টধাতু যখন স্পর্শমণির সঙ্গলাভ করে, তখন অষ্টধাতুর কোনও ধাতু আর সেই ধাতু থাকে না ; সবই সোনা হইয়া যায়।

এইজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন—

যোঽনধিত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ॥

যে দ্বিজ বেদ চর্চ্চা না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে এইজীবদ্দশায়ই বংশপরম্পরাক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌কে ভজন না করিলে বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীধরটীকা—স্থানাদ্ বর্ণাশ্রমাদ্ ভ্রষ্টাঃ।

মজ্জন ন ফল দেখিয়ে তত কালা।
কাক হোহি পিক বক উমরালা॥
শুনি আশ্চার্য্য করে জনি কৌই।
সৎ সঙ্গতি মহিমা নহি গোই॥
বাল্মীকি নারদ ঘট যোনি।
নিজ নিজ মুখ ন কহি নিজোহনি॥ তুলসীদাসী রামায়ণ

সৎসঙ্গপ্রভাবে কাক কোকিল হয়, বক হংস হয়। তাহার উদাহরণ দাসীপুত্র নারদ বাল্যকালে কাকের ন্যায় উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, ভাগ্যক্রমে সাধুগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সঙ্গহেতু তিনি কোকিলের বৃত্তি অর্থাৎ

হরিগুণগানপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। বকের বৃত্তি প্রাণী হিংসা ; বাল্মীকি পূর্ব্বে রত্নাকর দস্যু ছিলেন। নারদের সঙ্গপ্রভাবে তিনি অন্য মানুষ হইলেন। হংসের ন্যায় রামনামামৃতরূপ মানস সরোবরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ অতীতকালে বর্ণসৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর, কলিকালে সেই বর্ণের বিবর্ত্তকে বর্ণ বলিয়া যে ভগবৎসৃষ্টির তাৎপর্য্য সমূলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাই কৌতূহলের বিষয়। ভগবান্ চ্যুতগোত্রীয়গণের সৃষ্টিপদ্ধতি মাতৃগর্ভে অধিজননে নিবদ্ধ করিয়াছেন, আচার্য্য ও গায়ত্রীতে মৌঞ্জিবন্ধনে সাবিত্র্য জন্মের বর্ণ বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার গুরুও যজ্ঞদীক্ষায় দৈক্ষ্য জাতির বর্ণ বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই সকল বর্ণই ভগবান্ ত্রিবিধ জন্মে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয় বলেন—দৃশ্য বর্ণ সৃষ্টির ভার বা তদ্দর্শন ভার ভগবান্ কাহারও উপর দেন নাই। সুতরাং প্রচলিত মেয়েলি শাস্ত্র অনুসারে বর্ণ সৃষ্টি করিবার অধিকার ভগবান্ কাহাকেও দেন নাই। পাঠক মহাশয় বা তাঁহার পূর্ব্বেই সমতন্ত্রিগণ কিজন্য পূর্ব্বে মনগড়া দৃশ্যবর্ণদর্শন সৃষ্টি করিলেন? ভগবানের যথাবর্ণবিধান কুবিধান বলা যাইতে পারে না। বর্ণধারীর যেরূপ বর্ণ নিরূপিত হইবে, নিরূপিত হওয়া উচিত, তাদৃশ বর্ণবিধানেরই ভগবৎকর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ণধারীর সৃষ্টি ও বর্ণসৃষ্টি এক নহে, গুণ এবং কর্ম্ম ঐ বিভাগের কারণ ; যদি দোষ ও অসৎ কর্ম্ম ভগবৎ কর্ত্তৃক বর্ণবিভাগের কারণরূপে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাহার স্রষ্টা ভগবান্ হইতেন না এবং গুণ ও কর্ম্ম, সৃষ্টির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত না। বর্ণপরিচিত-বর্ণধারী কিছু স্বয়ং বর্ণমাত্র নহেন। বর্ণবিভাগের সৃষ্টিকার্য্য ভূত কালীয় হইলেও তাহার প্রয়োগবিচার সর্ব্বকালিক নহে, একথা বলা

যায় না। ভাগবতে গুণই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ এবং মিশ্রসত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কেহ অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া "আমি ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলাম, আমি ব্রাহ্মণসৃষ্টির কর্ত্তা" বলেন, তাহা হইলে তিনি যেন "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" গীতার শ্লোকটী অনুধাবন করেন। শৌক্রপিতৃত্ব বা চ্যুতগোত্রাভিমান অচ্যুতাত্মতার অভাবের উপর নির্ভর করে। চ্যুত-গোত্রাভিমানী পতিত হইবার যোগ্য "য এষাং পুরুষং সাক্ষাৎ" ইহার প্রমাণ।

প্রশ্নাবলী

পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণসভাকে আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিতেছি, তাঁহাদের প্রদত্ত উত্তর পাইলে, আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। আশা করি, তাঁহারা উত্তরপ্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

প্রঃ ১। বর্ত্তমানে যাঁহারা "ব্রাহ্মণ" বা "গোস্বামী" নামে অভিহিত হইতে চাহেন, তাঁহারা কোন্ বর্ণের এবং কোন আশ্রমের ? বর্ণ ও আশ্রম কাহাকে বলে ? উহাদের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ কি ? তাঁহারা সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত কি না ?

প্রঃ ২। তাঁহারা বলিয়াছেন "তাঁহারা আম"। কোন্ জাতীয় আম ? ফজলী কি টক্ ? যদি ফজলী হন, তবে উৎপাদক ফজলী বৃক্ষের বংশাবলী চাই। যদি টক হন, তবে টক হইলেন কি করিয়া ? ফজলীতে টকত্ব আসিবে কেন, কারণ ফজলীত্ব "সৃষ্ট", "সৃজ্য" নহে। এখানে ফজলীত্ব ও টকত্বের সহিত বর্ণের সম্বন্ধ কি ? উভয়ই আম বটে, কিন্তু টক আম কি জাতীয় ব্যবহার পাইয়া থাকে ?

প্রঃ ৩। কথক মহাশয় আরও বলিয়াছেন, "মাটী চিরকালই মাটী।" ব্রাহ্মণ যদি মাটী হন, তবে ঐ উপাদানে গঠিত বিভিন্ন পাত্র বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইলে ব্রাহ্মণত্বের অবস্থান কোথায় ? এক প্রকার ভাণ্ডের মাটী দ্বারা অন্যপ্রকার ভাণ্ড নির্ম্মিত করা যায় কি ? তখন ব্রাহ্মণত্ব কোথায় থাকে ?

প্রঃ ৪। ব্রাহ্মণ-নামধারী যে সকল ভাণ্ড বারবনিতার গৃহে মদিরা পানে মত্ত, যে সকল ভাণ্ড ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আসনে আসীন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণসভার সভ্যগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন ? তাঁহারা তাহাদিগকে সমজ্ঞান করেন কি ?

প্রঃ ৫। পাঠক মহাশয় বলিয়াছেন "শ্রীমহাপ্রভু শূদ্রের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করেন নাই। এই কথার প্রমাণ কোথায় ? তাঁহারা স্বয়ং অপাংক্তেয় শূদ্রের টাকাটা, পয়সাটা, জুতাটা, এমন কি শূদ্রের প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী গলাধঃকরণ করেন কি না ? এই কার্য্যের সমর্থনার্থে কি যুক্তি দেখাইবেন ?

প্রঃ ৬। কথক মহাশয় বলিয়াছেন, "দেহের মস্তিষ্কই বিকৃত" অর্থাৎ চারিবর্ণের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্ক, উহাই বিকৃত এই বিকৃত মস্তিষ্কের স্থান কোথায় ? বিকৃত মস্তিষ্ক গবর্ণমেণ্ট কোথায় রাখেন ? এবং বিকৃতি দূরীভূত করিবার জন্য ব্রাহ্মণসভা কোন্ তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

প্রঃ ৭। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—এখানে "বর্ণ" পদে কি বুঝায় ? গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা যাহা বিভাজ্য, তাহা কোন্ জাতীয় পদার্থ ? এবং যাহা বিভাজ্য, তাহা নিত্য কাল এক অবস্থায় থাকে কি করিয়া ? "সৃষ্ট" বলিলেই, পূর্ব্বে ছিল না, এবং পরে থাকিবে না, বুঝায়। তবে পাঠক মহাশয়ের "সৃষ্টম্", "সৃজ্যম্" নহে, এই যুক্তির সার্থকতা কোথায় ?

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥"

এখানে "চতুর্ব্বর্ণং" না বলিয়া "চাতুর্ব্বর্ণ্যং" বলা হইয়াছে কেন ? "বর্ণ" ও "বর্ণ্যে" পার্থক্য কি ? "ময়া" ভগবান্ কি ঈশ্বর ? "কর্ত্তারম্" হইলেও "অকর্ত্তারম্" হন কি করিয়া ? তবে কর্ত্তা কে ? সৃষ্টিমাত্রই প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার। অপরাধফলেই গুণ ও কর্ম্মের অধীন হইতে হয়। "ব্রাহ্মণ" কি অপরাধফলে এমন দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ? এবং এই দুর্গতি "সৃষ্টম্" হইয়া থাকিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় ? সুতরাং ব্রাহ্মণতারূপ বর্ণাভিমান কি সংরক্ষণের দ্রব্য ?

"চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈঃ"—এখানেও বর্ণের "জন্ম হইতে মৃত্যু বা ধ্বংসের সূচনা হইতেছে। অর্থাৎ গুণই বর্ণের প্রাণ, গুণের অভাবে সেই সেই বর্ণের মৃত্যু উপস্থিত হয়। গুণহীন বর্ণ আর প্রাণহীন দেহে পার্থক্য কি ? সৃষ্ট পদার্থমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল, তবে বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল হইবে না কেন ?

প্রঃ ৮। কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তু র্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥

এখানে "জন্তু" ও রেতঃকণা দুইটী এক পদার্থ কি ? যদি না হয়, তবে কোন্‌টী চেতন, কোন্‌টী জড় ? বর্ণ জড়ের কি চেতনের ? চেতন "জীবের" কোন বর্ণ নাই, যেহেতু "সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ", জড়েরও কোন "বর্ণ" নাই, থাকিলে ইট পাট্‌কিলের "বর্ণ" থাকিত। যদি "রঙ্" অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তবে জড়ের বর্ণ আছে বটে, কিন্তু ঐ বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল। জীব ত জড় পদার্থ নহে, তবে বর্ণ কি ?

প্রঃ ৯। ব্রাহ্মণের সাড়ে তিন হস্ত দেহটী একবিন্দু শুক্রেরই ক্রমিক পরিণতি, যদি শুক্রবিন্দু ব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণের শুক্রে যে কোন

গর্ভে উৎপন্ন দেহটী ব্রাহ্মণ হইবে না কেন ? কিংবা যাহারা ব্রাহ্মণের শুক্রে উৎপন্ন বলিয়া কথিত, যথা, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজা রামমোহন রায়, ইহাদিগকে ব্রাহ্মণসভা ব্রাহ্মণ বলিতে কুণ্ঠিত কি না ?

প্রঃ ১০। পুরুষের রেতঃকণা হইতে জীবের দেহ। জীবমাত্রের দেহ একই উপাদানে গঠিত কি না ? এই উপাদানসমূহের আকার-বিশেষের পরিচায়কই বর্ণ কি ? তবে সেই বর্ণনির্ণয় করিয়া দিবেন কে ? না এই বর্ণ লইয়া জীবদেহ গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয় ?

প্রঃ ১১। চর্ম্মের ভাণ্ডটী ব্রাহ্মণ কি ? তবে মৃতদেহের মুখে অগ্নি প্রয়োগকালে ব্রাহ্মণবধ হয় কি না ?

প্রঃ ১২। "গুণ", "কর্ম্ম", "বর্ণ", স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এই সকলের সংজ্ঞা কি এবং পরস্পরের কি সম্বন্ধ ?

প্রঃ ১৩। গর্ভাধানসংস্কারের প্রয়োজন কি ? বর্ত্তমান শৌক্র-পন্থায় ঐ সংস্কার যথারীতি চলিতেছে কি ? না চলিলে, ঐ পন্থার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় কি ?

প্রঃ ১৪। উপনয়নসংস্কার কে প্রদান করিবেন, পুরোহিত কি গুরু ? ঐ সংস্কার কখন এবং কি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় ? বর্ত্তমানে সেই ভাবে চলিতেছে কি না ?

প্রঃ ১৫। পাঠক মহাশয় "ভোজ্যান্ন" ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। "ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ" কাহাকে বলে ? "নিষাদবিপ্র", "পশুবিপ্র", "চণ্ডালবিপ্র", ম্লেচ্ছবিপ্র", "ব্রাহ্মণাপসদ", "অপাংক্তেয়" ইহারা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ কি না ?

প্রঃ ১৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। * * *

ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতঃ তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন পরিত্যাগ করিবে।" এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণসভা কি বলেন ?

প্রঃ ১৭। শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনও শৌক্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না। যাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শৌক্রব্রাহ্মণসভার সভ্য কি না ?

প্রঃ ১৮। কথক মহাশয় দুইপ্রকার ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন "আত্মগত" ও "দেহগত"। এই দুইয়ের তারতম্য কি ?

প্রঃ ১৯। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাং একং শরণং ব্রজ" এখানে "সর্ব্বধর্ম্মান্" অর্থ কি ? বিদুর মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর ইঁহারা ব্রাহ্মণ কি না ?

প্রঃ ২০। "বিপ্র" ও "বিপ্রসাম্য" এই দুইয়ে পার্থক্য কি ? বাহিরের পরিচয় কি প্রকার ? "যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।" এখানে দ্বিজত্বং অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ "উপনয়নং" করিয়াছেন কি না ?

প্রঃ ২১। "কৌলীন্য" প্রথা পরিবর্ত্তনযোগ্য ছিল কি না ? এক্ষণে সেই পরিবর্ত্তনের কি অনুষ্ঠান আছে ?

প্রঃ ২২। "গোস্বামী কে ? এই উপাধি "গৃহব্রত" বা গৃহমেধী ব্যক্তিগণ নিজের নামের সহিত নিজে লিখিতে পারেন কি ? কোন্ "গৃহব্রত" বা "গৃহমেধী" এই উপাধি ধারণ করিয়া পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন ?

অনেকে বলেন শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের কথাগুলির মর্ম্ম খুব ভাল ও যুক্তিসঙ্গত কিন্তু ভাষা বড় ঔদ্ধত্যের ও ইতর রুচির পরিচায়ক। এই বিষয়ে আমরা করজোড়ে পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা দয়া করিয়া নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচনগুলিকে ইতররুচি সম্পন্ন বলিবেন কি না

জানাইলে এবং সেই ইতরতা পরিবর্জ্জনের পথ প্রদর্শন করিলে আমরা সেই পথেই চলিতে থাকিব।

"সন্তঃ এবাস্যচ্ছিন্দন্তি মনোব্যসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৬।২৬

সাধুগণ মনের বিশিষ্ট আসক্তিসমূহ উক্তিরূপ-খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন। এখানে "সন্তঃ", "উক্তিভিঃ" ও "ছিন্দন্তি" এই তিন শব্দ কি বুঝায়?

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৪।৮

বায়ু, পিত্ত ও কফের আধার হাড়মাসের থলিতে যাহার আমি বুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে যাহার আমার বুদ্ধি, মাটী বিবেচনা করিয়া মৃণ্ময় বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, জল জ্ঞান করিয়া, তাহাতে তীর্থ বুদ্ধি কিন্তু ভগবদ্ভক্তে পূজ্য বুদ্ধি নাই তাহারা গরুর ঘাস বহনকারী গাধা।

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১৯

শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণ-পথে কখনও প্রবিষ্ট না হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে কুক্কুর (অর্থাৎ অত্যন্ত ঘৃণ্য) গ্রাম্যশূকর (অমেধ্য ভোজনপ্রিয়), উষ্ট্র (সংসারে দুঃখের পর দুঃখ পাইয়াও তাহাতেই আসক্ত), গর্দ্দভ (পরের নিমিত্ত গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন করে কিন্তু নিজে কিছু প্রকৃত স্বাদ পায় না) সদৃশ বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন।

মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধ বিপ্রোনিষাদ উচ্যতে। অত্রি

মৎস্যমাংসভোজনে লোলুপ বিপ্র **নিষাদ ব্রাহ্মণ** বলিয়া কথিত।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ঐ

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া ব্রাহ্মণসংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন সেই পাপে তাঁহার নাম **পশুবিপ্র**।

এ সকল **রাক্ষস**, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি বরাহপুরাণে মহেশবাক্যং :—

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥

রাক্ষসসকল কলিকালে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীনস্বভাব সম্পন্ন সুজন ব্যক্তিদিগকে হিংসা করিবে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং :—

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত অনুবাদ—

এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব,—ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতঃও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন পরিত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও যায় পুণ্যক্ষয়॥ চৈঃ ভাঃ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবকোই করত বিচার।
তুলসী কহে হরি না ভজেত চারো চামার॥ দোঁহা।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই কে বড় কে ছোট এরূপ বিচার করিয়া থাকে। তুলসী দাস বলিতেছেন, হরি ভজন না করিলেই ইহারা সকলেই চামার। চামারের যেমন চামড়ার দিকেই নজর ইহাদেরও তদ্রূপ।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ। তার শিরের উপরে॥ চৈঃ ভাঃ
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ ঐ মধ্য ১০ম অ
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি র্যস্য নারকী সঃ। পদ্মপুরাণ

এই জাতীয় বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ব্যক্তি-বিশেষকে নিন্দাবাদ বা কটুবাক্য প্রয়োগ করা আমাদের ব্রত বা ইচ্ছা নহে। যে সকল সাধু বা মহাজনের পথ আমরা অনুগমন করি, এস্থলে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া আমাদের নিবেদন সমাপ্ত করিলাম।

"বন্দো সন্ত সমানচিত হিত-অনহিত নহি কোই।
অঞ্জলিগত শুভ সুমনজিমি সুগন্ধ কর দোই॥"